গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৪৯

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র ১৪২৭
৩১ আগস্ট ২০২০

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সকল এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থা: মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাংশ হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাস: রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): উল্লেখ্যযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.০	৩৩.৫	৩৪.৬	৩৪.০	৩৫.০	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৪.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.০	২৫.৬	২৪.৩	২৫.৫	২৭.৫	২৭.০	২৭.২	২৮.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল মংলা ও যশোর ৩৫.৬ ° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টেকনাফ ২৪.৩° সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ ৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখে দেশের সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- সুরমা-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	২২	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	০০

দুর্যোগের আগাম বার্তা পাওয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১০৯০ টোল ফ্রি নম্বরে ডায়াল করুন।

হ্রাস	৭৮	বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা	০০
অপরিবর্তিত	০১	-	-

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
-	-	-	-	-	-	-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

বৃষ্টিপাত তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
লামা	৮৫.০	লাটু	৭৫.০
দুর্গাপুর	৭১.০	মনু রেলওয়ে ব্রিজ	৫৭.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
ধুব্রি	৬০.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

বন্যা ২০২০ – বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

গত ২৫-০৮-২০২০ খ্রিঃ তরিখে সাম্প্রতিক বন্যা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির এক সভা (Zoom Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্যা উপদ্রুত ৩৩ টি জেলা হতে ডি-ফরমের মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিয়ে আলোচনা হয়। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান
১	**ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা**	**৩৩ টি**
২	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড সংখ্যা**	**১,৩৮১ টি**
	মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড সংখ্যা	**৫৫০ টি**
৩	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা**	**১৯,৩৩৮.৭৫ বর্গ.মি.**
	শহরাঞ্চল	৭২৭.৫৬ বর্গ.মি.
	গ্রামাঞ্চল	১১,৭৪৭.৫১ বর্গ.মি.
	চরাঞ্চল	৩,৬২০.৫৫ বর্গ.মি.
	পাহাড়ী অঞ্চল	১৯.৫০ বর্গ.মি.
	হাওর বা বিল অঞ্চল	৩,২২৩.৬৩ বর্গ.মি.
৪	**ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনসংখ্যা**	**৪৩,১৪,৭৯৩ জন**
	নারী	১৭,২৬,৩৪৯ জন
	পুরুষ	১৮,৩১,৬০০ জন
	শিশু	৭,৩৩,২৫৩ জন
	প্রতিবন্ধী	২৩,৫৯১ জন
৫	**মোট মৃত্যুর সংখ্যা**	**৪২ জন**
৬	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত খানা**	**১৩,৪৩,১২১ টি**
	সম্পূর্ণ	৯৯,১৭৩ টি
	আংশিক	১২,৪৩,৯৪৮ টি
৭	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত ঘর**	**৭,৩৭,৮২২ টি**
	পাকা (সম্পূর্ণ)	১৮৫ টি
	পাকা (আংশিক)	৫,৬২৩ টি
	আধা পাকা (সম্পূর্ণ)	২,০০৩ টি
	আধা পাকা (আংশিক)	৪৩,৭০১ টি

দুর্যোগের আগাম বার্তা পাওয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১০৯০ টোল ফ্রি নম্বরে ডায়াল করুন।